তারিখ ... 29 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ...

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় কিছু প্রস্তাবনা

উচ্চশিক্ষা | এসএম নাদিম মাহমুদ

জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এখন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার পালা। একটি আসনের জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছোটাছুটি করবেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিভাবকরাও ভর্তি ময়দানে থাকবেন। এইচএসসি পরীক্ষার পর থেকেই ভর্তি পরীক্ষার জন্য সমর প্রস্তুতির কোচিং, গৃহশিক্ষক নিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতার মাঠে রয়েছেন। ভর্তি পরীক্ষা হবে, মেধা স্কোর অনুযায়ী ভর্তি সম্পন্নও হবে; কিন্তু অনেক মেধাবীই পছন্দের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পাবেন না। অনেকেই পরের বছরের ভর্তি পরীক্ষার জন্য ফের প্রস্তুতি নেবেন।

উচ্চ মাধ্যমিকে এবার ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছেন, যাদের মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছেন ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। আর মোট পাস করেছেন ৮ লাখ ৯৯ হাজার ১৫০।

তবে ২০১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সর্বশেষ করা বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ৪০ হাজার ৭২৭টি আসন রয়েছে। তাহলে বলা চলে চলতি বছর পাসকৃত প্রায় ৯ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৩ শতাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। বাকি থাকছে ৭৭ শতাংশ শিক্ষার্থী।

এই বড় অংশটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে লাখ দুয়েক শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য প্রায় সাড়ে ৬ লাখ শিক্ষার্থীকে বেছে নিতে হবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে। ইউজিসির করা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে ৯১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে পাঠদানের কথা বলা হয়েছে। তবে মানদণ্ডের বিচারে তা কুঁড়িতে টিকবে কি-না তাতে অনেকের সন্দেহ রয়েছে।

তাছাড়া জিপিএ ৫ ঘরে থাকা ভর্তিচ্ছুদের অনেকেই আবার ভর্তি পরীক্ষার প্রাথমিক নির্বাচনে অকৃতকার্য হচ্ছে। এই যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় ক, খ ও গ ইউনিটে এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার ৪৯২ জন। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ওই শিক্ষাবর্ষে কৃতকার্য হয়েছিল মাত্র ১৮ হাজার ৬০৮ জন। অর্থাৎ মোট ৬৩ দশমিক ৮৫ শতাংশ দ্বৈত জিপিএ ৫ ধারী ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করেছিল। এটা কেবল জিপিএ ৫ পাওয়ার চিত্র।

বর্তমানে প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অনেক শিক্ষাবিদের প্রস্তাবনা রয়েছে। ২০১৩ সালে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জাফর ইকবাল দেশের ভর্তি পরীক্ষার আমূল পরিবর্তন আনতে পত্রপত্রিকায় একটি 'নিবন্ধ' লিখেছিলেন। ওই নিবন্ধের সারমর্ম ছিল 'সমন্বিত ভর্তি' পরীক্ষা। যদিও তিনি ব্যর্থও হয়েছেন।

প্রতি বছর এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শতকরা ৭৫ ভাগই আগের বছরের অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের দখলে থেকে যায়। আর তা বিবেচনা করে ইতিমধ্যে বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছে। নিয়মটি যুগোপযোগী কিন্তু প্রশ্ন থেকে গেছে। যারা প্রতি বছর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়ে অকৃতকার্য হচ্ছে কিংবা সুযোগ পাচ্ছে কিংবা ভর্তি পরীক্ষার যোগ্যতা বিচারে পিছিয়ে গেছে তাদের একটি বড় অংশ মেধাবী থাকতে পারে না?

এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য মূলত শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মেধাচর্চার স্বার্থে আমারও কিছু প্রস্তাবনা রয়েছে।

উন্নত বিশ্বের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর দুটি করে শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। সামার ও স্প্রিং অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর একটি সেশন, অন্যটি মার্চ-এপ্রিল সেশনে এই ভর্তি প্রক্রিয়া এখন আমাদের দেশেও সময়ের দাবি বলে মনে করছি। যেখানে প্রতি বছর ৮-৯ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করছে, সেখানে দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বসাকল্যে আড়াই লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে। সেই হিসেবে দুই সেশনে ভর্তি করানো হলে, এই সমস্যা সিংহভাগই অবসান ঘটানো সম্ভব বলে মনে করি।

এই প্রক্রিয়া যদি শুরু হয়, তবে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে- আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বছরে দুই শিফটে ভর্তি করানোর যোগ্যতা রাখে কি-না। আমি মনে করি, আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন আছে তাতে বছরে দুই সেশনে ভর্তি করানো সম্ভব হবে।

পুরো ভর্তি পরীক্ষা দু'বার নেওয়া হোক। প্রথমবার ভর্তি পরীক্ষা যাকে আমি বলছি 'প্রি-অ্যাডমিশন টেস্ট' বা ভর্তি-পূর্ববর্তী প্রাথমিক নির্বাচন পরীক্ষা বা সেন্ট্রাল ভর্তি পরীক্ষা। এই পরীক্ষার আওতায় সমগ্র দেশে একই প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই পরীক্ষার প্রাপ্ত স্কোরের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের পছন্দক্রম অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করে দেওয়া যেতে পারে। যেটা মেডিকেল কলেজগুলোর ভর্তি পরীক্ষার সময় আবেদন ফরম কলেজগুলোর নাম পছন্দানুযায়ী করতে হয়। এ থেকে আমরা দুই ধরনের সুবিধা পেতে পারি। প্রথমত, এই পরীক্ষার মাধ্যমে সব শ্রেণি শিক্ষার্থী একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করার সুযোগ পাবে। ফলে দ্বিতীয় ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাতন্ত্র্য ভর্তি পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক শিক্ষার্থীকে যাচাইয়ের সুযোগ পাবে। দ্বিতীয়ত, জিপিএ কখনও মেধা যাচাইয়ের মানদণ্ড হতে পারে না। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর একজন জিপিএ ৩ দশমিক ৫ পাওয়া শিক্ষার্থী একজন ডাবল জিপিএ ৫ পাওয়ার চেয়ে অনেক ভালো করছে। কেবল আবেদন যোগ্যতা অর্জন না করায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না, এমন যুক্তিতে বিশ্বাসী না হওয়াটা শ্রেয়। বিশ্বের সিংহভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই তাদের শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ করে কেবল ভর্তি পরীক্ষার যোগ্যতার নিরিখে।

সেন্ট্রাল পরীক্ষায় মেধাক্রম অনুসারে পাওয়া শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি হওয়ার চূড়ান্ত যোগ্যতা নির্ণয় করবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যায়য় কর্তৃপক্ষ। এই ক্ষেত্রে বর্তমান চালুকৃত ভর্তি পরীক্ষার মতো স্বতন্ত্র ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনই করবে। ফলে এই ভর্তি পরীক্ষায় যেমন আবেদন যোগ্যতার প্রয়োজন পড়বে না, তেমনি একজন জিপিএ ৩ দশমিক ৫ পাওয়া শিক্ষার্থী কিংবা জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থী কেবল মেধার জোরে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের চাপ কমবে। অন্যদিকে কেবল প্রথম ধাপ বা সেন্ট্রাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করা যাবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সেন্ট্রাল পরীক্ষায় মেধা স্কোর অনুযায়ী প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা কতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় ধাপে করা স্বীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এর সমাধান সহজ, যেমন ধরুন একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ হাজার আসনের বিপরীতে সেন্ট্রাল পরীক্ষায় মেধাক্রম ও পছন্দক্রম অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতাও থাকবে। ভর্তি পরীক্ষায় ৫ হাজার জন ভর্তি করানোর পর বাকি ৪৫ হাজার (এটা নির্ভর করবে কতজনকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে) শিক্ষার্থী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ হাজার আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করল, এভাবে একজন শিক্ষার্থী ক্রমে ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ পাবেন। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে, একদিকে যেমন একজন শিক্ষার্থীকে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন ফি জমা দিতে হচ্ছে না; অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও ভর্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করতে পারবে না।